

দেশে ফিরে হুমায়ুন আজাদ

বাংলাদেশ এখন আমার মতোই ক্ষতবিক্ষত

সন্ত্রাসী হামলায় আহত লেখক অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ তার হত্যাচেষ্টার পেছনে দেশের মৌলবাদী শক্তিকে দায়ী করে বলেছেন, 'বিচার করলে একযোগে জামায়াতের বিচার করা যায়। সাঈদী-নিজামীর বিচার করা যেতে পারে। মৌলবাদীদের জন্য বাংলাদেশ এখন আমার মতোই ক্ষতবিক্ষত।'

ব্যাংককে দেড় মাস চিকিৎসার পর গতকাল শনিবার দুপুরে দেশে ফিরে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটের সামনে তিনি এসব কথা বলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর অমর একুশে বইমেলা থেকে ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা ধারালো চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে মারাত্মক জখম করে। চিকিৎসার জন্য গত ২২ মার্চ তাকে ব্যাংকক পাঠানো হয়েছিল।

গতকাল সকাল ১১টা ৫৩ মিনিটে থাই এয়ারওয়েজযোগে ড. আজাদ ও তার ছোট ভাই মনজুর কবির ব্যাংকক থেকে দেশে ফেরেন। এর আগে ১১টা ২০ মিনিটে ড. আজাদের স্ত্রী লতিফা কোহিনুর, দুই মেয়ে মৌলি ও স্নিতা আজাদ, ছেলে অনন্য আজাদ, ছোট ভাই সাজ্জাদ কবির, ছোট বোন নাজমা খাতুন, আগামী প্রকাশনীর সূত্রাধিকারী ওসমান গণি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. অ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক ড. আক্তারুজ্জামান প্রাইভেট কারযোগে বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটে যান। বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের ভিআইপি ফটকের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। এ প্রসঙ্গে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা আজাদ জহিরুল ইসলাম বলেন, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।

নীল প্যান্ট ও হলুদ টি-শার্ট পরিহিত ড. আজাদকে রানওয়ে থেকে ভিআইপি লাউঞ্জের শাপলা ভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে দুপুর ১২টা ১৯ মিনিটে তিনি পায়ে হেঁটে ভিআইপি ফটক পার হন। ফটকের সামনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।

শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞেস করলে ড. আজাদ বলেন, 'এখন ভালো আছি, তবে সম্পূর্ণ সুস্থ নই। বাম চোখ জোড়া লাগানো, মুখের ডান পাশের গঠন ঠিক হয়নি। দাঁত লাগানো হয়নি। সব কিছু মিলিয়ে শরীরের কিছু অংশ এখনো বিকল। নভেম্বরে চোখের চিকিৎসার জন্য আবার ব্যাংকক যেতে হবে।'

ভবিষ্যৎ চিকিৎসার ব্যয় সরকার বহন করবে কি না- এ প্রসঙ্গে ড. আজাদ বলেন, 'সরকার এখানে চিকিৎসা সমাপ্ত বলে মনে করেছে।' পরবর্তী চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করবেন কি না জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি কখনই এ ব্যাপারে আবেদন জানাইনি। ভবিষ্যতেও আবেদন করব না। সরকার যদি বিবেকবান হয়, তাহলে চিকিৎসার ব্যয় বহনে বাধ্য হবে।'

হত্যাচেষ্টা মামলার তদন্ত, জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং বিচার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বিচার পাইনি। আমি যে বেঁচে আছি, সেটাই আকস্মিক ঘটনা। আর পনের মিনিট দেরি হলেই আমি বাঁচতাম না।'

ঢাকাবাসীসহ সারা দেশের জনগণ যেভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে, তাতে সরকার আমাকে বাঁচাতে বাধ্য হয়েছে। আমি বিচার চাই না।’ ড. আজাদ সাংবাদিকদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, ‘কার বিচার করবে? যে হত্যার চেষ্টা করেছে, তাকে কেউ দেখেছে? কে তাকে ধরবে? তবে বিচার করলে একযোগে জামায়াতের বিচার করা যায়। সাঈদী-নিজামীর বিচার করা যেতে পারে। আওয়ামী লীগ বা জাতীয়তাবাদীরা তো আমাকে খুন করবে না। মৌলবাদীরাই আমাকে খুন করতে চেয়েছে।’

দেশের অবস্থা সম্পর্কে ড. আজাদ বলেন, ‘আমি শুনেছি গতকালও (গত শুক্রবার) একজন সাংসদ নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশ এখন আমার মতোই ক্ষতবিক্ষত। এ দেশকে ভালোভাবে বাঁচাতে হলে মৌলবাদমুক্ত করতে হবে।’

উৎস : প্রথম-আলো

ঢাকায় ফিরে হুমায়ুন আজাদ :

নিজামী সাঈদীর বিচার করলেই ধরা পড়বে কারা হত্যা করতে চেয়েছিল

আমি বিচার চাই না। কার কাছে বিচার চাইবো। এই সরকার কি আমার হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের বিচার করতে পারবে? দেশ যারা চালায় তারা কোনোরকম শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায় না। কাজেই আমি তাদের কাছে কোনো বিচার দাবি করি না। তবে জামাতে ইসলামী আর নিজামী, সাঈদীর বিচার করা যেতে পারে। তাহলেই ধরা পড়বে কারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল বা হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমাকে নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের লোকজন খুন করতে চায়নি। আমি মনে করি জাতীয়তাবাদীরাও খুন করতে চায়নি। খুন করতে চাইলে অবশ্যই মৌলবাদীরা চেয়েছে। তাদেরকে ধরা দরকার। কথাগুলো বরণ্য কথাশিল্পী অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের।

তারপর তিনি ফিরে গেলেন তার আক্রান্ত হওয়ার সেই ২৭ ফেব্রুয়ারির রাতটিতে। তিনি বললেন, রাত সাড়ে ৯টা থেকে ৩ মার্চ বিকাল পর্যন্ত পুরোদস্তুর একজন মৃত মানুষ ছিলাম আমি। তারপর তাৎক্ষণিকভাবে বেঁচে উঠেছি হয়তো! আমি যে বেঁচে আছি এটি একটি আকস্মিক ঘটনা। হয়তো ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। আর ১৫ মিনিট দেরি হলে বেঁচে নাও থাকতে পারতাম। বেঁচে থাকার সংশয় নিয়ে পুরো বাক্যটি শেষ করতে পারলেন না দেশবরণ্য কথাশিল্পী, বহুমান্দ্রিক লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ। তারপর কিছু সময় চুপচাপ। আবারো সংশয় প্রকাশ করলেন তার নিরাপত্তা নিয়ে।

তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, আমি কেন- বাংলাদেশে আজ কেউই নিরাপদ নয়। গত শুক্রবার একজন এমপিকে প্রকাশ্যে দিবালোকে খুন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আমার মতোই ক্ষতবিক্ষত। বাংলাদেশকে যদি ভালোভাবে বাঁচাতে হয় তাহলে মৌলবাদ এবং রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশরূপে বাঁচাতে হবে।

ব্যতিক্রমের বামরঞ্জনগ্রাদ হাসপাতালে টানা ৪৫ দিন চিকিৎসা শেষে গতকাল শনিবার দেশে ফিরলেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ। বেলা সাড়ে ১১টায় স্বদেশের মাটিতে পা রেখেই কিছু সময় পরে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের এভাবেই বরণ্য এই মানুষটি তার জীবন-মৃত্যুর মর্মন্তুদ গল্প শোনান। একে একে বর্ণনা করেন

তার ওপর হামলার সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার কথা। দৃশ্যবসূলভ ভঙ্গিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন দেশের বর্তমান অস্থির সময় ও মৌলবাদের উত্থান সম্পর্কে। আমি এখনো নিরাপদ নেই। মৌলবাদীরা যে আবার আমার ওপর আক্রমণ করবে না তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথা বলার ব্যাপারে সরকার যে কড়া কড়ি আরোপ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেলো গতকালও। প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক সকাল থেকে অপেক্ষা করলেও কাউকে ভিআইপি লাউঞ্জের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার আজাদ জহিরুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিকদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার কোনো অনুমতি নেই। কিছু সময় পর অসুস্থ শরীর নিয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ হেঁটে হেঁটে ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ব্যক্ত করেন তার প্রতিক্রিয়া। কথার শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই অধ্যাপক তার ওপর বর্বরোচিত হামলার জন্য মৌলবাদী চক্রকেই দায়ী করেন। সবার আগে নিজামী-সাইদী গংদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কথা বললেন।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, বর্তমান সরকার মৌলবাদী আর রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে দেশ চালাচ্ছে এবং নিজেরা রাজাকার আল-বদরদের মতো কলঙ্কিত হয়ে গেছে। তাই এই সরকার নিজামী-সাইদীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না জানি। কিন্তু তারপরও যা সত্য তা আমি বলে যাবো। খালেদা, নিজামী, সাইদী আর গোলাম আযমের দেশে কেউ এখন নিরাপদ নয়। সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টারের হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বরণ্য কথাশিল্পী বলেন, এটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ও কলঙ্কজনক ঘটনা। তিনি বলেন, খুন করা এখন সবচেয়ে সহজ কাজ। খুন করলে কেউ ধরা পড়ে না। খুনীরা সবসময় ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তিনি তার ওপর হামলার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সর্বস্তরের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাকে বাঁচিয়ে তোলার পেছনে ডাক্তার ও তরুণ সাংবাদিকদের অসামান্য অবদান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি নাম প্রকাশ না করে এক বুড়ো সাংবাদিক সম্পর্কে বলেন, তিনি নাকি আমাকে নিয়ে কলাম লিখেছেন অথচ আমার নামই শোনেনি। তিনি নাকি আবার বড়ো সাংবাদিক। আমার ভাবতে অবাক লাগে তিনি কী করে বড়ো সাংবাদিক হলেন?

নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেন, আমি এখন মোটামুটি ভালোই আছি। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি। আমার কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনো বিকল রয়েছে। আমার বাঁ চোখের অর্ধেক এখনো বন্ধ রয়েছে। ভালো করে এই চোখে দেখতে পারি না। চোখটা নিয়ে খুব চিন্তায় আছি। নভেম্বর মাসে আবার ব্যাংককে যেতে হবে ডাক্তার দেখাতে। দাঁত বলতে মাত্র ৬/৭টি আছে। যে দাঁতগুলো নেই সেগুলো বাংলাদেশে ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা নিয়ে লাগিয়ে নেবেন বলে জানান। কেন ব্যাংককে বসে দাঁত লাগাননি জিজ্ঞাসা করলে বলেন, স্থায়ীভাবে এবং অস্থায়ীভাবে দাঁত লাগানো যায়। স্থায়ীভাবে লাগাতে হলে ১ বছর সময় এবং বাংলাদেশী টাকার ২০/২৫ লাখ টাকা লাগবে এবং অস্থায়ীভাবে লাগাতে হলে ৮/১০ লাখ টাকা প্রয়োজন। এতো টাকা এবং সময়ের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশে এসে দাঁত লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তিনি তার চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, সরকার এখানেই আমার চিকিৎসাকে সমাপ্ত বলে মনে করছে এরকম একটা ধারণা আমি পেয়েছি। আপনার উন্নত চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারের কাছে আবার আবেদন জানাবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি চিকিৎসার ব্যাপারে কখনো সরকারের কাছে আবেদন জানাইনি।

ভবিষ্যতেও জানাবো না। সরকার যদি বিবেকবান হয় তারা বিবেচনা করবে। আর যদি বিবেকহীন হয় তবে করবে না। আবেদন জানানোর কিছু নেই। জনগণ, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং রাজনীতিবিদরা প্রবল চাপ সৃষ্টি করায় সরকার আমাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে পাঠিয়েছিল। ব্যাংককে তার চিকিৎসা সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ড. আজাদ বলেন, আমার গালের স্নায়ু, মুখায়বর ঠিক করাসহ চোখের চিকিৎসা আপাতত যা করা সম্ভব তার সবই ঐ দেশের ডাক্তাররা করেছেন।

বিমানবন্দরে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে অভ্যর্থনা জানাতে যান তার স্ত্রী লতিফা কোহিনুর, ছেলে অনন্য আজাদ, মেয়ে মৌলী আজাদ ও স্নিতা আজাদ, ছোট ভাই সাজ্জাদ কবির, বোন নাজমা খাতুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোস্ট্রর আ কা ফিরোজ আহমদ, আগামী প্রকাশনীর স্ত্রীস্বত্বাধিকারী ওসমান গণিসহ আরো অনেকে। বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের বাসভবনে আসেন। দীর্ঘ আড়াই মাস পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর গতকালই প্রথম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজ বাসভবনে সময় কাটান। এতোদিন পর পরিবারের সবাইকে সঙ্গে পেয়ে কেমন লাগছে জানতে চাইলে ড. আজাদ বলেন, আমি পরিবারকেন্দ্রিক নই। তবে পরিবারের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। সবাইকে কাছে পেয়ে ভালোই লাগছে। স্নিতা আজাদ বলেন, দীর্ঘদিন পর আব্বুকে কাছে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। উল্লেখ্য, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় বাংলা একাডেমীর অমর একুশে বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসংলগ্ন ফুটপাতে একদল দুর্বৃত্ত অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। এরপর থেকে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রথম তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু কোনো চিকিৎসা না দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সর্বশেষ উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২২ মার্চ সরকার তাকে ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয়।

উৎসঃ ভোরের কাগজ

Sunday, May 09, 2004